ভূমিকা

অভিজিৎ সেনের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। প্রথম দিকে তাঁর সাহিত্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দিনাজপুরের (উঃ দিনাজপুর) বাসিন্দা হবার সুবাদে আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁর গল্পের রাজনৈতিক চেতনা, ইতিহাস চেতনা, সমাজজিজ্ঞাসা এবং যাদুবাস্তবতার জগৎ আমাকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতা থেকেই তাঁর গল্প নিয়ে গবেষণার আগ্রহ ও সূচনা। গবেষণা কর্মের শুরুতেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয় অভিজিৎবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রপাত করে দেন। এই গবেষণাকর্মের ব্যাপারে মাননীয় অভিজিৎ সেন-র কাছ থেকে আমি প্রভূত সহযোগিতা লাভ করেছি। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ উজাড় করে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁকে খাটো করাই হবে। গবেষণা কর্মের নানা পর্যায়ে আমি অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতা পেয়েছি। আমার অগ্রজ প্রতিম বন্ধুবর মনীগোপাল শীল আমাকে পুরানো পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার শিক্ষক মহাশয় সমীর কুমার সিনহা এবং অগ্রজপ্রতিম প্রাবন্ধিক ধনঞ্জয় রায় মহাশয়ের কথা। এঁদের কাছ থেকে অভিজিৎ সেনের নানা গ্রন্থাবলী বিভিন্ন সময় আমি ব্যবহার করেছি। ধনঞ্জয়দার নিরন্তর উৎসাহ আমাকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগারিক [illegible] [illegible] চক্রবর্তী এবং গ্রন্থাগার কর্মী [illegible] [illegible] উত্তরদিনাজপুর পত্রিকার একটি পুরোনো সংখ্যা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কালিয়াগঞ্জের বিশিষ্ট সাহিত্যব্রতী জীবন সরকার [illegible] নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। [illegible] পত্রিকা সম্পাদক জ্যোতির্ময় [illegible] মহাশয়দের [illegible] শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমি এই গবেষণা কর্ম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অরুণ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। গবেষণাকর্মের প্রতিটি ধাপে তাঁর আন্তরিক পরামর্শ ও নির্দেশ আমাকে এই কাজ সম্পাদনে সমর্থ করে তুলেছে। তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা বর্জিত হলে এই কাজ কোনদিনই সম্পূর্ণ হত না। অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার প্রথম থেকেই আমাকে নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে নিরন্তর উজ্জীবিত করেছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় এই দুই অধ্যাপককে বিনম্র প্রণাম জানাই। সবশেষে বলতেই হয়, আমার স্ত্রী অর্পিতার সক্রোধ তাড়নাতেই এই গবেষণা কর্ম সমাপ্ত হল। তাকে কৃতজ্ঞতা নাই বা জানালাম !

তাং-১২/০৫/২০১৪ কাঞ্চন কুমার দে